

বিশ্বাসের আয়না



বিশ্বাসের আয়না

মো. মিকাইল আহমেদ

গ্রন্থস্বত্ব © দুর্বার পাবলিকেশন্স
প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০২৫ ইং

মূল্যঃ ৪৫০/-

অনলাইন পরিবেশকঃ

Durbarshop.com, rokomari.com, wafilife.com

প্রকাশনায়ঃ

দুর্বার পাবলিকেশন্স

এন আলী টাওয়ার, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

☎ 01954-693055

hello@durbargroup.com

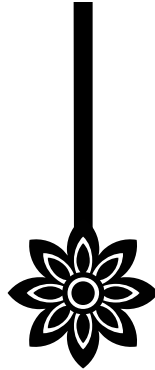
Mirror of faith by Mekail Ahmed,

Published by Durbar Publication, Price Tk. 450/-

উৎসর্গ



আমার পিতামাতার উদ্দেশ্যে।



সূচিপত্র



১. তারা কি চিন্তা-ভাবনা করেনা? -----	১১
২. বরকতময় ভোর -----	১৭
৩. ধ্বনিতে ধ্বনিতে মাতোয়ারা -----	২৩
৪. আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর -----	২৭
৫. উর্ধ্বগগনে মুক্ত বিহঙ্গ -----	৩২
৬. সজীব পৃথিবী -----	৩৫
৭. গৃহিণীর সবুজ আঁচল -----	৪০
৮. আকাশ তুমি চির রূপসী -----	৪৪
৯. কাক-বিড়ালের বুফে রেশোরাঁ -----	৪৮
১০. কুয়াশা ঢাকা প্রকৃতি -----	৫৪
১১. অনিন্দ্যসুন্দর রাত্রি -----	৫৭
১২. ভিন্ন স্বাদের জগতে -----	৬২
১৩. পৃথিবী মানুষের নয় -----	৬৯

১৪. মুজদালিফায় সন্ধ্যা নামে ----- ৭৩
১৫. সুন্দরতম অবয়বে ----- ৭৬
১৬. ধিকৃত বানর ----- ৮১
১৭. অঙ্গবিকৃতি না বিবেকের দংশন? ----- ৮৫
১৮. স্পিরিচুয়াল উইজডম ----- ৮৮
১৯. জীবিকার সন্ধানে সূর্যের আলোয় ----- ৯১
২০. চলে যায় সময়ের বরকত ----- ৯৩
২১. গুপ্তধনের খোঁজে ----- ৯৭
২২. বহুদূরের পথ ----- ৯৯
২৩. অশান্ত আত্মা, প্রশান্ত আত্মা ----- ১০২
২৪. আপনহারা গৃহের দিনগুলি ----- ১০৪
২৫. মুসলমানের লাইফস্টাইল ----- ১০৭
২৬. রঙ তামাশায় মত্ত তুমি ----- ১১১
২৭. আমার পৃথিবী ছোট নয় ----- ১১৭
২৮. স্রষ্টার সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ ----- ১২০
২৯. জান্নাতের দরজা কেমন? ----- ১২১

৩০. জাম্নাতের প্রতিবেশী যারা -----	১২৫
৩১. দুঃখের ভেলা -----	১৩০
৩২. হতাশার অতল গহ্বরে -----	১৩৪
৩৩. মাটি হবার বাসনা -----	১৩৭
৩৪. বাকশক্তি বড় নিয়ামত -----	১৪১
৩৫. হজম শক্তি বন্ধ হলে -----	১৪৪
৩৬. টাখনুর নিচে রহস্য -----	১৪৫
৩৭. হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো -----	১৪৮
৩৮. অন্তহীন আকাশের দরজা -----	১৫৩
৩৯. নির্জন দ্বীপে কয়েকদিন -----	১৫৭

লেখকের কথা -----

আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ সুবিশাল, সৃষ্টি কৌশল অনন্য। অজস্র সৃষ্টি উপকরণের কণায় কণায় বিদ্যমান অনুপম সৌন্দর্য্য। মহান কারিগর, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকৌশলী আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি কৌশলের যদিকেই দৃষ্টি যায় ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে চোখ জোড়া, একসময় বিশ্রাম দিতে হয় ক্ষুরধার মস্তিষ্কেও, কারণ একটাই এ রহস্যের যে কোনো কূলকিনারা নেই। ‘বিশ্বাসী’ হবার অসংখ্য উপাদান প্রকৃতিতে তিনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন যার প্রতিটিতে রয়েছে শিল্পের ছোঁয়া এবং অনুপম দক্ষতা। আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত মহামূল্যবান নিয়ামত দৃষ্টিশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে যদি আমরা যথার্থভাবে কাজে লাগাই তাহলে দেখা যাবে অবিশ্বাসী হবার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। অপূর্ব সব সৃষ্টির পেছনে যেমন রয়েছে নিগূঢ় রহস্য তেমনি এসবের রহস্য ভেদ করা লেখকের আজন্ম কৌতূহল। আল্লাহর প্রতিটি মাখলুকাতের গঠন কৌশল যতই দেখি আমরা ততই মুগ্ধ হই, বেড়ে যায় জানার আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞান আহরণের একটা দিক হলো নিজে জানা, অপরটি অন্যকে জানানো। আর লেখকের কাজই তো এটা। এর মধ্যে অন্যরকম এক প্রশান্তি নিহিত। আল্লাহর স্বরণে, আল্লাহর সৃষ্টিকূলের গঠনশৈলী নিয়ে গভীর চিন্তায়, যেসমস্ত নিয়ামতরাজি আমরা ভোগ করতেছি প্রতিমুহূর্তে যেসবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে রয়েছে

কুলবের প্রশান্তি। চোখের জ্যোতি না থাকলে যেমন সৃষ্টিজগতের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য অবলোকন করা যায় না তেমনি বিশ্বাসী না হলে আল্লাহকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। আল্লাহকে খুঁজে পেতে, আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের রহস্য ভেদ করতে, আমরা যেন প্রথমেই দৃষ্টিপাত করি প্রকৃতিতে বিরাজমান প্রতিটি বস্তুতে। আর পাঠকের জন্য এ কাজটি সহজ করতেই লেখা হয়েছে ‘বিশ্বাসের আয়না’ বইটি। কোরআন, হাদিস ও বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল নিয়ে চিন্তা ফিকির করে আমার লেখা ‘সংশয় দূর হোক’ এবং ‘কেন বিশ্বাসী হবো?’ বই দুটি ইতোমধ্যে পাঠকমহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং প্রশংসা কুড়িয়েছে যা আমাকে ‘বিশ্বাসের আয়না’ বইটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। এজন্য মহান রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আলহামদুলিল্লাহ। ৩৯ টি ভিন্ন ভিন্ন টপিকে সাজানো হয়েছে বইটির আদ্যোপান্ত। পাঠকের চোখ, কান, বিবেক খুলে দিতে, সংশয়ের যাবতীয় শ্যাওলা দূর করতে, সর্বোপরি ঈমানকে পাকাপোক্ত করতে ‘বিশ্বাসের আয়না’ বইটি সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

লেখক

মো. মিকাইল আহমেদ

১৪ই নভেম্বর, ২০২৪ ইং

প্রকাশকের কথা -----

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছেন। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে বছর দুয়েক আগে দুর্বীর পাবলিকেশন্সের যাত্রা শুরু হয়েছিলো লেখক মো. মিকাইল আহমেদের ‘সংশয় দূর হোক’ বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। বইটি প্রকাশের পর থেকেই পাঠক মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে যা আমাদেরকে লেখক মো. মিকাইল আহমেদের আরেকটি নতুন বই ‘বিশ্বাসের আয়না’ প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছে। ‘সংশয় দূর হোক’ বইটির মতো ‘বিশ্বাসের আয়না’ বইটিও পাঠকমহলে সমাদৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দুর্বীর পাবলিকেশন্স যেকোন বই প্রকাশের পূর্বে বইটির পাণ্ডুলিপি, লেখার মান, পাঠক চাহিদা ও পাঠক মহলে বইটির গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে বিস্তর গবেষণা করে। তারপরই একটি বই প্রকাশের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মানসম্পন্ন পাণ্ডুলিপি প্রকাশে দুর্বীর পাবলিকেশন্স বদ্ধপরিকর। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত দুর্বীর পাবলিকেশন্স যতগুলো বই প্রকাশ করেছে তারমধ্যে ‘সংশয় দূর হোক’ অন্যতম বেস্টসেলার বই। লেখকের প্রতি পাঠকদের এই অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাদেরকে কোরআন, হাদিস, প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের আলোকে লিখিত

‘বিশ্বাসের আয়না’ বইটি প্রকাশের জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। পাঠকদের হাতে কোয়ালিটি সম্পন্ন একটি বই তুলে দিতে পারাই প্রকাশনীর সার্থকতা বলে আমি মনে করি। এ বইটির সম্পাদনা, প্রুফ রিডিং, ডিজাইন, পৃষ্ঠাসজ্জা, বানান সমন্বয়, প্রিন্টিং সহ ‘বিশ্বাসের আয়না’ প্রকাশে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম জড়িত তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বইটি নির্ভুলভাবে পাঠকের হাতে তুলে দিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও অনিচ্ছাকৃত কোনোরূপ ভুলত্রুটি যদি থেকেই যায় পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রকাশক

মহিন উদ্দিন

২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তারা কি চিন্তা-ভাবনা করেনা?



শায়খ আবু সুলাইমান আদ-দারাণী (রহ.) বলেন, ‘একদিন আমি চিন্তাশীল হৃদয়ে ঘর থেকে বের হ’লাম। ফলে যে বস্তুতেই আমার চোখ পড়ল, সেখানেই দেখতে পেলাম আল্লাহর অফুরন্ত নে‘মত এবং আমার জন্য উপদেশের খোরাক’।[১] কত চমৎকার একটি কথা শায়খ আবু সুলাইমান আদ-দারাণী (রহ.) বলেছেন। একবার নিজেদের সাথে মিলিয়ে দেখি তো আমরা যখন ঘর থেকে বের হই কোথাও যাওয়ার জন্য আমাদের হৃদয় তখন কেমন থাকে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের প্রতি চিন্তাশীল না দুনিয়াবি কোনো বিষয় নিয়ে পেরেশানিগ্রস্ত? না দ্রুততম সময়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছানোর তাড়া? আমাদের দৃষ্টি তখন কোথায় থাকে? আমরা কি কখনো নদীর তীরে, সমুদ্র সৈকতে, পাহাড়ে, বনে-জঙ্গলে, বিলের ধারে বেড়াতে গিয়ে ভেবে দেখি? জোছনা রাতে, বৃষ্টি বাদলের দিনে, বর্ষণমুখর সন্ধ্যায়, নরম ঘাসের সবুজ গালিচায় সময় কাটাতে গিয়ে চিন্তা করেছি আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল নিয়ে? সমস্ত সৃষ্টি রহস্য আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিনের পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, ‘হে আদম সন্তান! তুমি তোমার পেটের এক-তৃতীয়াংশে খাদ্য খাও, এক তৃতীয়াংশে পান কর এবং বাকীটুকু রেখে দাও চিন্তা-ভাবনার সাথে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য’।[২] একটিবার খেয়াল করি হযরত হাসান বছরী (রহ.) কত মূল্যবান একটি কথা বলে গিয়েছেন। আমরা খাওয়ার সময় সুন্নতি তরিকা অনুসরণ করতে অলসতা করি, পেটের একভাগ খাবার, একভাগ পানি আর একভাগ খালি রাখার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে অথচ আমরা এসব নিয়ম যথাযথ মেনে চলি না, পেটপুরে খাবার খেতে পছন্দ করি, একেবারে গলা পর্যন্ত খাবার গ্রহণের ফলে পানি পান করার জায়গাটুকু অবশিষ্ট

থাকেনা অনেকসময়, পেটের আরেকভাগ যে খালি রাখতে বলা হয়েছে সেটা নিয়ে আমাদের সবচেয়ে বেশি অবহেলা, পরিমাণমতো খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকিনা। এসব অসতর্কতার কারণে, অতিভোজনে শারীরিক নানান সমস্যা দেখা দেয় যেমন পেটের পীড়া, ঠিকমতো হজম না হওয়া, ওজন অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া, ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়াসহ আরো বহুবিধ কারণ রয়েছে। হাসান বসরী (রহ.), উনার কথার শেষাংশ ধরেই যদি আমরা চিন্তা করি একজন সুস্থ সবল মানুষ দৈনিক কত লিটার অক্সিজেন আশ্বাহর দেওয়া প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করে জানেন তো? এক গবেষণায় দেখা গেছে, কোন ধরনের বাতাস বা অক্সিজেন ছাড়া একজন মানুষ সর্বোচ্চ তিন মিনিট বেঁচে থাকতে পারে। অন্যথায় অক্সিজেনের ঘাটতি মাত্র পাঁচ মিনিট স্থায়ী হলে মানব মস্তিষ্কের কোষগুলো দ্রুত মরে যেতে শুরু করে। প্রতিদিন একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রয়োজন হয় প্রায় ৫৫০ লিটার বিশুদ্ধ অক্সিজেন। ভাবতে পারেন? আশ্বাহর দেওয়া কত বড় নেওয়ামতের সাগরে আপনি ডুবে থাকেন প্রতিটি মুহূর্ত?

কোরআনের এক আয়াতে আশ্বাহ বলেন, ‘তারা কি নিজেরা হৃদয় দিয়ে ভেবে দেখে না? আশ্বাহ আকাশসমূহ, পৃথিবী ও এ দুইয়ের মধ্যখানের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট কালের জন্য।’ (সূরা রুম, আয়াত: ৮)

যাদের ভেতরজগৎ ঘোর অন্ধকারে ঢাকা তাদের হৃদয়ে কোনো আলো নেই। যাদের মনে মহান আশ্বাহর সৃষ্টি কৌশল নিয়ে কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনার উদ্বেক হয়না, চিন্তা করার অবসর মেলেনা, তারা আশ্বাহর দেওয়া আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য গ্রহণ করে ঠিকই কিন্তু অগণিত নিয়ামতরাজিতে ডুবে থেকেও আশ্বাহর সর্বময় ক্ষমতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বেখবর। সারা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে অসংখ্য সৃষ্টি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেও আশ্বাহর

প্রকৃত পরিচয় লাভে তারা ব্যর্থ হয়। নিজেদের অজান্তেই তারা শিরকের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, হৃদয় জমিন সংকুচিত হয়ে যায়, জ্ঞানের দরজায় তালা লেগে যায়। তাদের মস্তিষ্কে আবাদ হয় শয়তানি কুমন্ত্রণা। আল্লাহ কোরআনে বলছেন, ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে, যার উপর দিয়ে তাদের বিচরণ হয়, কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এমন যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখলেও তা এভাবে যে, তাঁর সঙ্গে শরীক করে।’ (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৫-১০৬)

দুনিয়ার জিন্দেগীতে আমরা কত ধরনের মর্যাদা লাভ করতে উন্মুখ হয়ে থাকি। নিজের সামাজিক স্ট্যাটাস অনুযায়ী যথাযথ সম্মান বা মর্যাদা মানুষের কাছ থেকে না পেলে মনঃক্ষুণ্ণ হয়। নিজেরা অধিক হারে সালাম বিনিময় না করেও অন্যের কাছ থেকে সালাম পাওয়ার প্রত্যাশা করি। আত্মীয়ের বাড়িতে কোন অনুষ্ঠানের দাওয়াত না দিলেও মন খারাপ হয়। সামান্য তুচ্ছ বিষয়েও অনেক সময় তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। এসবের বেশিরভাগই হয় সমাজে নিজের অবস্থান জানান দেওয়ার অভিপ্রায়ে, বংশগৌরবের অহমিকা থেকে, নিজের ঢোল নিজে পেটানোর স্পৃহা থেকেও। অনেকেই হয়তো জানিনা এসবের বাইরেও এক ধরনের মর্যাদা মানুষ লাভ করতে পারে তা হলো ‘চিন্তা-ভাবনার মর্যাদা’। শুনতে অবাধ লাগলেও সূক্ষ্মভাবে যদি চিন্তা করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন আগেরকার যুগের মনীষীদের সাথে আপনার, আমার চিন্তা, ভাবনার মধ্যে কত ফারাক। ফক্বীহ আবুল লায়েছ সামারকান্দী (রহ.) বলেন, ‘মানুষ যদি চিন্তা-ভাবনার মর্যাদা লাভ করতে চায়, সে যেন (আল্লাহর দেওয়া) প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার নে‘মতের কথা চিন্তা-ভাবনা করে দেখে’। [৩]

কত সময় আমরা ব্যয় করি ঘুমের ঘোরে, বন্ধুদের আড্ডায় অহেতুক তর্ক-বিতর্কে, গীবতের আসরে, অশ্লীল গান, বাজনা, সিনেমা, খেলাধূলা ও নানাবিধ রংতামাশায়। একটাবার ভাবি না যে সময়টুকু হারিয়ে ফেলেছি ইতোমধ্যে তা আর কোনোদিন ফিরে আসবেনা। হায়াতের বাকি দিনগুলোতে বরাদ্দ সময়টুকু কেন যথাযথ কাজে লাগাচ্ছি না? সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে আফসোস করেও কোনো ফায়দা হবেনা। নামাজ, রোজ, হজ্জ, যাকাত, দান-সদকা, জিকির আসকারের পাশাপাশি আরো ইবাদত রয়েছে। ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহ.) বলেন, ‘আল্লাহর নে‘মতরাজি নিয়ে চিন্তা করা শ্রেষ্ঠ ইবাদতগুলোর মাঝে অন্যতম’।[৪]

প্রকৃতিতে বিরাজমান প্রতিটি সৃষ্টি অপার রহস্য এবং কুদরতে ঘেরা। সমগ্র পৃথিবীতে, ভূমন্ডলে, নভোমণ্ডলে যত নিদর্শন রয়েছে সমস্ত কিছু নিয়ে চিন্তা-ফিকির করলে জ্ঞানের স্বল্পতা দূর হবে, মস্তিষ্ক ক্ষুরধার হবে, হৃদয় আলোয় উজ্জাসিত হবে, অন্তরের তালা খুলে যাবে, প্রভুর প্রেমে বিগলিত হবে, ঈমানি চেতনা বৃদ্ধি পাবে, অস্থিরতা দূর হবে, প্রশান্তি বৃদ্ধি পাবে। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তারা কি কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, নাকি অন্তরে লেগে আছে তার (সংশ্লিষ্ট) তালা? (সূরা: মুহাম্মাদ, আয়াত : ২৪)

পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে তারা যেন কোরআন নিয়ে, আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল ও নিদর্শনাবলী নিয়ে গবেষণা করে, গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, শোনে, মনোযোগ দেয়, মস্তিষ্ককে শাণিত করে ও বিচার-বিবেচনা করে। যেমন:

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘(হে রাসূল!) এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাজিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতের মধ্যে চিন্তা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করে।’ (সূরা : সাদ, আয়াত : ২৯)

‘তারা কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে না, যাতে তারা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিসম্পন্ন শবণের অধিকারী হতে পারে! বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে তাদের হৃদয়।’ (সূরা হজ : ৪৬)

‘তবে কি তারা লক্ষ্য করে না উটের প্রতি, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আকাশের প্রতি, কীভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে এবং পাহাড়সমূহের প্রতি, কীভাবে তাকে প্রথিত করা হয়েছে এবং ভূমির প্রতি, কীভাবে তা বিছানো হয়েছে।’ (সূরা গাশিয়া ১৭-২০)

‘বল, অন্ধ ও চক্ষুগ্ৰস্ত কি সমান? (সূরা : আনআম : ৫০)

‘আর এটি একটি অকাট্য সত্য যে, বহু জিন ও মানুষ এমন আছে যাদের আমি জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা পশুর মতো বরং তাদের চেয়েও অধম। তারা চরম গাফলতির মধ্যে হারিয়ে গেছে।’ (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৭৯)

কোরআনের একেকটা আয়াত আপনাকে নিয়ে যাবে চিন্তার জগতে। যদি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন আয়াতগুলোর মর্মকথা তবে দিলে অনুভূত হবে অনাবিল প্রশান্তি। নিজের ভেতরকার সমস্ত অহমিকা দূর হবে, শিহরণ জাগবে দেহের প্রতিটি রক্তকণায়। জীবনের বালুকাবেলায় আফসোস করবেন ঠিকই হয় এতকাল কি করলাম আমি! কোরআনের চমৎকার এই আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ফিকির করতাম যদি। ততদিনে হয়তো

মেধার তীক্ষ্ণতা আর থাকবে না, দুনিয়াবি ব্যস্ততায় চিন্তা করার ফুসরত মিলবে না। তাই সজাগ হোন বেলা শেষের আগেই।

রেফারেন্সঃ

- [১]. জামালুদ্দীন কাসেমী, মাহাসীনুত তা'বীল (তফসীরে কাসেমী), ২/৪৮০।
- [২]. তফসীর ইবনে কাছীর, ২/১৮৫।
- [৩]. সামরকান্দী, তাযীছল গাফেলীন, পৃ. ৫৭০।
- [৪]. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন উওয়াইয়াহ, ফাছলুল খিত্বাব ফিয যুহদি ওয়ার রাক্বায়েক্ব ৫/১২৪।